

শালগিরাম নারায়ণ শিলা

পবত্রি মহাদবিষ রত্ন শালগিরাম নারায়ণ শিলা :-

শালগিরাম নপোলরে মুক্তনিথ এলাকায, পাওয়া গন্ডকী নদীতে গভীরে পাওয়া একটি মহাপবত্রি মহাদবিষ নারায়ণ শিলারত্ন । এইটি মূর্ত প্রতীক ভগবান বষ্ণুর উপাসনা করা হয়। তমেনি অসাধারণ পবত্রি মহাদবিষ রত্ন শালগিরাম এর উপাসক তার সমস্ত প্রচেষ্টায়, প্রচুর জ্ঞান, ভাল গুণ, সাহস এবং সাফল্য পান। শালগিরাম পবত্রি মহাদবিষ রত্ন শান্তি ও সুখ প্রদান করে। প্রতিটি প্রকৃত শালগিরাম মহাদবিষ নারায়ণ শিলারত্ন এর চহিন রয়েছে যা প্রায়ই ভগবান বষ্ণুর চক্র সুদর্শন চক্রে প্রতিনিধিত্ব করে। বষ্ণুর দৃশ্যমান এবং প্রাকৃতিক প্রতীক হিসেবে সারা দেশে মন্দির, মঠ এবং গৃহস্থালিতে শালগিরাম পাথরে পূজা করা হয়। এই শালগিরাম পাথরে স্নান করা জলে চুমুক দেওয়া অনেকে ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারের জন্য একটি দৈনন্দিন অনুষ্ঠান। শালগিরামের এই ক্ষমতা রয়েছে যে ব্যক্তি তার কাছে যে কোনও সংকল্প গ্রহণ করার জন্য অসাধারণ আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং সে চূড়ান্ত বজ্রী হয়। ওঠে। পবত্রি মহাদবিষ শালগিরাম নারায়ণ শিলার উপাসক বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নতি সক্ষম এবং তার জীবনে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি অভিজ্ঞতা লাভ করে। শালগিরামের উপাসক তার সমস্ত চেষ্টায়, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ও উত্তম গুণাবলী, সাহস এবং সাফল্য পান এবং অন্তে পরম বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন ও পরম মুক্তলাভ করেন। । পবত্রি মহাদবিষ রত্ন শালগিরামশিলা কত রকমের হয় ও কিকি ???

পবত্রি মহাদবিষ রত্ন শালগিরামশিলা 20 ধরনের শালগিরাম শিলা হয় -এটাই জানা যায়। শালগিরাম পবত্রি মহাদবিষ রত্ন ভিতরে চক্র রয়েছে। এগুলি আকার, আকার, রঙ, খোলা (দ্বার), চক্র (প্রাকৃতিক খোদাই), লাইন ইত্যাদির উপর ভিত্তিক করে শ্রেণিবিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

1. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগিরাম শিলা: হালকা গা কালচে রঙের, একটি খোলার, চারটি চক্র এবং একটি লাইন।
2. প্রদ্যুম্ন শালগিরাম শিলা: ছোট, উপরে একটি চক্র, এবং বাঁকা দ্বিধা।
3. অনরিদ্ধ শালগিরাম শিলা: গোলাকার, হালকা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, মঙ্গল কাচের মতো প্রদর্শনী। শান্তি ও সুখ বয়ে আনে।
4. বাসুদেব শালগিরাম শিলা: স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা করার সমতুল্য। গোল, চকচকে, একটি খোলার চারপাশে দুটি চক্র। ভক্তদের কাছে তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।
5. সংকীর্ণ শালগিরাম শিলা: দুটি চক্র একে অপরের মুখোমুখি সামনের দিকে সংকীর্ণ এবং পছিনে বসিত। ব্রহ্মচারীদের জন্য, এটি জ্ঞান নিয়ে আসে।
6. নরসিং শালগিরাম শিলা: অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গ পূজা করা হয়। দুটি চক্র রয়েছে এবং আকৃতি বৈচিত্র্যময়। এই শালগিরামের ভক্ত হয়ে যান সর্বসঙ্গতি (ত্যাগী) এবং জিতেন্দ্রিয়া।
7. লক্ষ্মী নরসিং শালগিরাম শিলা: নরসিং শালগিরামের মতো উগ্র নয়। এই শালগিরামটি এইভাবে আনন্দদায়কতার মূর্ত প্রতীক। এটির একটি বসিত খোলা রয়েছে, দুটি চক্র রয়েছে এবং একটি মালার ধরনও রয়েছে। এটি ভক্তদের শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়।
8. হাযগ্রীব শালগিরাম শিলা: ঘোড়া দুটি চক্রে মুখোমুখি এত আকর্ষণীয় চহোরা নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের জন্য (শিক্ষা)।
9. সুদর্শন শালগিরাম শিলা: একটি চক্রে সাথে একটি সাধারণ রূপ রয়েছে।

10. গদাধরা শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রে সাথে খুব সাধারণ।
11. মধুসূদন শালগ্রাম শিলা: গা মঘেরে রঙ এবং চাকার আকৃতি একটি বাছুরের পায়ে ছাপের মতো লক্ষণ রয়েছে। খুবই পবিত্র।
12. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: একটি রথো মত একটি মালা দিয়ে খোলা। গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বশিষে। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
13. লক্ষ্মীজনারধন শালগ্রাম শিলা: একটি রথো মত কিন্তু মালা ছাড়া, গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বশিষে। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
14. বামন শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই।
15. শ্রীধর শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই। কিন্তু রথের মতো মালা দিয়ে। ভক্তদের জন্য শুভকামনা এবং উন্নতিনি দিয়ে আসে।
16. রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা: দুটি খোলা, চারটি চক্র এবং একটি বাছুরের অনুরূপ চহিন।
17. দামোদর শালগ্রাম শিলা: তুলনামূলক ভাবে বড়ো, সাধারণত মন্দরি পাওয়া যায়। দুটি চক্র আছে।
18. রানা রাম শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রে সাথে, শিশুর চহিন, ধনুক এবং তীর চহিন।
19. রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রে সাথে, শিশুর চহিন, ধনুক এবং তীর চহিন কিন্তু সাতচক্র এবং ছাতার চহিন (ছত্রী) সহ। ভক্তদের কাছে রাজ যোগ এবং রাজা সন্মান এনছে।
20. অনন্ত শালগ্রাম শিলা: 14 টি চক্র সহ কালো কালো। শালগ্রামের সবচেয়ে পবিত্র। খুব দুর্লভ...

পবিত্র মহাদেব রত্ন শালগ্রাম নারায়ণ শিলা :-

শালগ্রাম নপোলরে মুক্তনিথ এলাকায় পাওয়া গন্ডকী নদীতে গভীরে পাওয়া একটি মহাপবিত্র মহাদেব নারায়ণ শিলারত্ন। এইটি মূর্ত প্রতীক ভগবান বসিগুর উপাসনা করা হয়। তমেনি অসাধারণ পবিত্র মহাদেব রত্ন শালগ্রাম এর উপাসক তার সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রচুর জ্ঞান, ভাল গুণ, সাহস এবং সাফল্য পান। শালগ্রাম পবিত্র মহাদেব রত্ন শান্তি ও সুখ প্রদান করে। প্রতিটি প্রকৃত শালগ্রাম মহাদেব নারায়ণ শিলারত্ন এর চহিন রয়েছে যা প্রায়ই ভগবান বসিগুর চক্র সুদর্শন চক্রে প্রতিনিধিত্ব করে। বসিগুর দৃশ্যমান এবং প্রাকৃতিক প্রতীক হিসেবে সারা দেশে মন্দরি, মঠ এবং গৃহস্থালিতে শালগ্রাম পাথরের পূজা করা হয়। এই শালগ্রাম পাথরে স্নান করা জলে চুমুক দেওয়া অনেকে ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারের জন্য একটি দৈনন্দিন অনুষ্ঠান। শালগ্রামের এই ক্ষমতা রয়েছে যে ব্যক্তি তার কাছে যে কোনও সংকল্প গ্রহণ করার জন্য অসাধারণ আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং সে চূড়ান্ত বিজয়ী হয়ে ওঠে। পবিত্র মহাদেব শালগ্রাম নারায়ণ শিলার উপাসক বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নতি সক্ষম এবং তার জীবনে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি অভিজ্ঞতা লাভ করে। শালগ্রামের উপাসক তার সমস্ত চেষ্টায় প্রজ্ঞা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ও উত্তম গুণাবলী, সাহস এবং সাফল্য পান এবং অন্তে পরম বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন ও পরম মুক্তিলাভ করেন। পবিত্র মহাদেব রত্ন শালগ্রামশিলা কত রকমের হয় ও কি কি ???

পবিত্র মহাদেব রত্ন শালগ্রামশিলা 20 ধরনের শালগ্রাম শিলা হয় -এটাই জানা যায়। শালগ্রাম পবিত্র মহাদেব রত্ন ভিতরে চক্র রয়েছে। এগুলি আকার, আকার, রঙ, খোলা (দ্বার), চক্র (প্রাকৃতিক খোদাই), লাইন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

1. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: হালকা গা কালচে রঙের, একটি খোলার, চারটি চক্র এবং একটি লাইন।

2. প্রদ্যুম্ন শালগ্রাম শিলা: ছোট, উপরে একটি চক্র, এবং বাঁকা দ্বি।
3. অনরুদ্ধ শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, হালকা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, মসৃণ কাচের মতো প্রদর্শনী। শান্তি ও সুখ বয়ে আনে।
4. বাসুদেব শালগ্রাম শিলা: স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা করার সমতুল্য। গোল, চকচকে, একটি খোলার চারপাশে দুটি চক্র। ভক্তদের কাছে তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।
5. সংকীর্ণ শালগ্রাম শিলা: দুটি চক্র একে অপরের মুখোমুখি সামনের দিকে সংকীর্ণ এবং পছিনে বসিত। ব্রহ্মচারীদের জন্য, এটি জ্ঞান নিয়ে আসে।
6. নরসিং শালগ্রাম শিলা: অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গ পূজা করা হয়। দুটি চক্র রয়েছে এবং আকৃতি বৈচিত্র্যময়। এই শালগ্রামের ভক্ত হয়ে যান সর্বসঙ্গতি (ত্যাগী) এবং জিতেন্দ্রিয়া।
7. লক্ষ্মী নরসিং শালগ্রাম শিলা: নরসিং শালগ্রামের মতো উগ্র নয়। এই শালগ্রামটি এইভাবে আনন্দদায়কতার মূর্ত প্রতীক। এটির একটি বসিত খোলা রয়েছে, দুটি চক্র রয়েছে এবং একটি মালার ধরনও রয়েছে। এটি ভক্তদের শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়।
8. হায়গ্রীব শালগ্রাম শিলা: ঘোড়া দুটি চক্রের মুখোমুখি এত আকর্ষণীয় চহোরা নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের জন্য (শিক্ষা)।
9. সুদর্শন শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে একটি সাধারণ রূপ রয়েছে।
10. গদাধরা শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে খুব সাধারণ।
11. মধুসূদন শালগ্রাম শিলা: গা মঘেরে রঙ এবং চাকার আকৃতি একটি বাছুরের পায়ে ছাপের মতো লক্ষণ রয়েছে। খুবই পবিত্র।
12. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: একটির মতো একটি মালা দিয়ে খোলা। গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
13. লক্ষ্মীজনার্দন শালগ্রাম শিলা: একটির মতো কনিতু মালা ছাড়া, গা মঘেরে রং, চারটি চক্র। খুব বরিল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।
14. বামন শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই।
15. শ্রীধর শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই। কনিতু রখোর মতো মালা দিয়ে। ভক্তদের জন্য শুভকামনা এবং উন্নতি নিয়ে আসে।
16. রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা: দুটি খোলা, চারটি চক্র এবং একটি বাছুরের অনুরূপ চহিন।
17. দামোদর শালগ্রাম শিলা: তুলনামূলক ভাবে বড়ো, সাধারণত মন্দরি পাওয়া যায়। দুটি চক্র আছে।
18. রানা রাম শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চহিন, ধনুক এবং তীর চহিন।
19. রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চহিন, ধনুক এবং তীর চহিন কনিতু সাতচক্র এবং ছাতার চহিন (হত্রী) সহ। ভক্তদের কাছে রাজ যোগ এবং রাজা সন্মান এনেছে।
20. অনন্ত শালগ্রাম শিলা: 14 টি চক্র সহ কালো কালো। শালগ্রামের সবচেয়ে পবিত্র। খুব দুর্লভ...